মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর

বাংলাদেশ-ভারত চুক্তি ও যুক্ত ঘোষণা

জনগণ মানে না

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর
বাংলাদেশ-ভারত চুক্তি ও যুক্ত ঘোষণা দেশের স্বার্থ বিরোধী
আন্দোলন গড়ে তুলুন

ভূমিকা

সম্প্রতি বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরকালে তিনটি চুক্তি, দুটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং ৫০ অনুচ্ছেদের একটি দীর্ঘ যুক্ত ইশ্‌তেহার ঘোষণা করা হয়েছে। দেশ বিরোধী ও জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী এসব চুক্তি ও ইশতেহারের খবর প্রকাশিত হবার পর দেশের জনগণ গভীরভাবে উদ্বিগ্ন এবং উৎকণ্ঠিত। যৌথ ইশতেহারে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং যে সব স্পর্শকাতর ও জাতীয় অর্থনীতি এবং নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন তাতে দেশপ্রেমিক নাগরিক মাত্রই উদ্বিগ্ন না হয়ে পারেন না। এ সম্পর্কে যৌথ ইশতেহারে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা শুধুমাত্র দেশ ও জনস্বার্থ বিরোধীই নয় বরং বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ধ্বংস করে চিরদিনের জন্য দেশটিকে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু এবং ভারত নির্ভরশীল ও ভারতের উন্মুক্ত বাজারে পরিণত করার ব্যবস্থাই পাকাপোক্ত করা হয়েছে।

কূটনৈতিক পরাজয়

দুই প্রধানমন্ত্রীর সাথে যে সর্বোচ্চ বা শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এতে ভারতীয় পক্ষে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংকে সহায়তা করার জন্য ছিলেন অর্থমন্ত্রী শ্রী প্রণব মুখার্জী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী পি চিদাম্বরম, পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী এস.এম. কৃষ্ণ, রেলমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জী, বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রী আনন্দ শর্মা, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতী প্রেনিত কাউর, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা শ্রী এম. কে নারায়ণান, মুখ্য সচিব শ্রী টি.কে.এ নাইয়ার এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত শক্তিশালী ও সুদক্ষ টীম। পক্ষান্তরে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সাথে যে টীম ছিলো তাতে ছিলেন মাননীয় পররাষ্ট্র

www.pathagar.com

মন্ত্রী ডা. দিপু মনি, মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রী মি. রমেশ চন্দ্র সেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা জনাব মশিউর রহমান ও জনাব গহর রিজভী প্রমুখ। বলাই বাহুল্য যে, এই দুর্বল টীম নিয়ে তিনি আলোচনার জন্য নয় বরং স্বাক্ষর করার জন্যই দিল্লী গিয়েছিলেন। চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করার জন্য বাংলাদেশ পক্ষের আদৌ কোন প্রস্তুতি ছিল কি-না, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা অবান্তর নয়। ভারতের স্বার্থকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে যে তিনটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং ঘোষিত যৌথ ইশতেহারে যে সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত ও ঐকমত্য হয়েছে তাতে এটা পরিষ্কার যে, ভারত বিগত ৩৮ বছরে যা নিতে পারেনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তার চাইতেও অনেক বেশী দিয়ে এসেছেন।

কিছু কিছু দরজা আটকাতে হয়

সংক্ষিপ্তভাবে তিনটি চুক্তির শিরোনাম উল্লেখ করা হয়েছে যুক্ত ইশতেহারে। কিন্তু ঐ সব চুক্তিতে কী আছে অদ্যাবধি দেশবাসী তা জানেন না। প্রধানমন্ত্রী সংবাদ সম্মেলনেও ঐসব চুক্তি সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু বলেননি। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই জনমনে চুক্তিসমূহ নিয়ে নানাবিধ সন্দেহ সংশয় দেখা দিয়েছে। সুতরাং সরকারের উচিত হবে অবিলম্বে চুক্তির বিষয়বস্তু দেশবাসীকে বিস্তারিতভাবে জানানো। জানা গেছে চুক্তির বেশ কিছু বিষয় নিয়ে বাংলাদেশের আমলাদের মধ্যেও দ্বিধাদ্বন্দ্ব বা মতপার্থক্য ছিলো। তিনটি চুক্তিই ভারতের প্রয়োজনে এবং ভারতের নিরাপত্তার স্বার্থেই স্বাক্ষরিত হয়েছে। যেহেতু ভারতের নিরাপত্তার স্বার্থেই বাংলাদেশের সহায়তা ভারতের জন্য একান্ত প্রয়োজন, তাই বাংলাদেশের সুযোগ ছিল দর কষাকষি করার। দেওয়া ও নেয়ার মাধ্যমেই দুটি দেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক আরও শক্তিশালী ও জোরদার হতে পারে। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী কোন কিছু না নিয়েই ভারতের জন্য বাংলাদেশের সকল দুয়ার খুলে দিয়ে এসেছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "আজকের দিনে তো দরজা আটকে বসে থাকতে পারিনা"। আমরা মনে করি ঘরের সব দরজা না আটকালেও কিছু কিছু দরজা অবশ্যই আটকাতে হবে।

পানি সমস্যার সমাধান হয়নি

ভারতের সাথে বাংলাদেশের যে সব সমস্যা রয়েছে তার মধ্যে পানি সমস্যা সবচাইতে ভয়াবহ এবং গুরুত্বপূর্ণ। প্রধানমন্ত্রী ভারতকে চট্টগ্রাম ও মংলা

www.pathagar.com

সমুদ্র বন্দর ব্যবহার করার অধিকার প্রদান করে এসেছেন অনির্দিষ্টকালের জন্য। অথচ ভারতের কাছ থেকে বাংলাদেশের প্রাপ্য পানির ন্যায় সংগত হিস্সা পাওয়ার কোন ব্যবস্থা করে আসতে পারেননি। যদি তিনি ভারতকে চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর ব্যবহার করতে দেয়ার পাশাপাশি টিপাইমুখে বাঁধ নির্মাণ বন্ধ, গঙ্গার পানি চুক্তি সংশোধন করে তাতে গ্যারান্টি ক্লজ সংযুক্ত, তিস্তাসহ অন্যান্য অভিন্ন নদীর পানি প্রাপ্তির ব্যাপারে ভারতকে সম্মত করিয়ে আসতে পারতেন তাহলে হয়তো বলা যেত প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করেছেন।

ভারতের অবাধ বাণিজ্য এবং আমাদের নিরাপত্তা

চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর ব্যবহার করার অধিকার ভারতকে দেয়ায় এবং আশুগঞ্জকে পোর্ট অব কল ঘোষণা করায় ভারত কার্যতঃ বহুমুখী ট্রানজিট আদায় করে নিয়েছে যা করিডোর সমতুল্য। এর ফলে ভারত নৌপথ, রেলপথ ও সড়কপথে পরিবহন ও যাতায়াতের ব্যাপক সুবিধা লাভ করবে। চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারের অধিকার লাভ করায় ভারত মাত্র ৭০ কি:মি: পথ অতিক্রম করে উত্তর-পূর্ব ভারতের সাত রাজ্যের সাথে যোগাযোগের এক অসাধারণ সুবিধা পাবে। ভারত এত সহজে এ ধরনের বহুমুখী ট্রানজিট সুবিধা লাভ করবে তা নিজেরাও ভাবতে পারেনি। ভারত এ সুবিধা লাভ করায় তারা বাংলাদেশে প্রবেশের বহুমুখী সুবিধা পাবে এবং বাংলাদেশের সাথে ভারতের অসম বাণিজ্য ও চোরাচালান আরও বৃদ্ধি পাবে। এর সাথে আরও যোগ হবে সীমান্ত হাট। ফলে বাংলাদেশ ভারতীয় পণ্যের সর্ববৃহৎ বাজারে পরিণত হবে এবং বাংলাদেশের পোষাক শিল্পসহ যাবতীয় শিল্পের বিকাশ দারুণভাবে ব্যাহত হবে। এর ফলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের যে বিশাল সম্ভাবনার স্বপ্ন আমরা দেখছিলাম তা মুখ থুবড়ে পড়বে। বন্দর ব্যবহার করে ভারত তার সামরিক লক্ষ্য অর্জনে সচেষ্ট হবে যা বাংলাদেশের জন্য সমূহ নিরাপত্তা হুমকীর সৃষ্টি করবে। ভারতীয় পরিবহনের নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে ভারতীয় সামরিক বাহিনী অতি সহজেই বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়বে এবং এতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা চরম হুমকীর সম্মুখীন হবে। ভারত ও চীনের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি হলে ভারত চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরকে সামরিক স্বার্থে ব্যবহার করবে তা নিশ্চিতভাবেই বলা যায়।

একটি কথা বলে রাখা প্রয়োজন যে এক সময় স্বাধীনতার স্থপতি মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান সীমান্ত হাটের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়ার কারণেই সীমান্ত

www.pathagar.com

হাট চালু করেও পরবর্তীতে তা পরিত্যাগ করেন। সীমান্ত হাট বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য কোন শুভ ফল বয়ে আনার পরিবর্তে বাংলাদেশ নেপাল ও ভুটানের পর্যায়ভূক্ত হবে এবং বাংলাদেশে ভারতীয় মুদ্রা চালু হয়ে যাবে। ওদিকে সাবরুম-রামগড় ও দেবগিরি তৈগামুখ স্থল বন্দর সক্রিয় করার মাধ্যমে ভারতই লাভবান হবে। অন্যদিকে আখাউড়া-আগরতলা রেল সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে ট্রানজিট সুবিধা ছাড়াও নিকটবর্তী চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করে ভারত অধিকতর বাণিজ্য সুবিধা লাভ করবে।

সাংস্কৃতিক আগ্রাসন

সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচি নামক চুক্তির ফলে ভারতীয় সাংস্কৃতিক আগ্রাসন আরও শক্তিশালী ও জোরদার হবে। ভারতের সকল টিভি চ্যানেল বাংলাদেশে দেখা গেলেও বাংলাদেশের কোন টিভি চ্যানেল ভারত এমনকি পার্শ্ববর্তী পশ্চিমবঙ্গেও দেখার উপায় নেই। এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী কিছুই করে আসতে পারেননি।

ভারতীয় বইয়ে বাংলাদেশের বাজার সয়লাব হলেও বাংলাদেশী লেখকদের বই ভারতে যেতে পারছে না। ভারতের বাজারে বাংলাদেশের পণ্য শুল্কমুক্ত সুবিধা পাওয়ার কথা থাকলেও নন-ট্যারিফ ব্যারিয়ারের কারণে সে সুফল বাংলাদেশের পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই। তাছাড়া মাত্র ৪৭টি পণ্যের ছাড়পত্র প্রাপ্তির সম্ভাবনা পর্বতপ্রমাণ বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাসে তেমন কোন অবদান রাখতে পারবে না।

নূতন কৌশল

যুক্ত ইশতেহারে বাংলাদেশের শিক্ষাবিদ ও সরকারী কর্মকর্তাদের জন্য ভারতে উচ্চ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য পাঁচ বছর মেয়াদী কোর্সে বৃত্তি প্রদানের বিষয়টি বাহ্যত বাংলাদেশের অনুকূলে মনে হলেও বাংলাদেশের শিক্ষা ও প্রশাসনের ওপর প্রভাব বিস্তারের একটি সুদূরপ্রসারী কৌশল হিসেবে এই প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। এতে বাংলাদেশের লাভ কতটা হবে তা ভেবে দেখার বিষয়। কারণ বিষয়টি 'সূঁই হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বের হওয়া' এর মত বলে আমাদের মনে হয়। যৌথভাবে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫০-তম জন্মবার্ষিকী উদযাপনের কথা ইশতেহারে থাকলেও বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করা হয়েছে যা খুবই দুঃখজনক ও প্রশ্নবোধক।

www.pathagar.com

ঋণ দান ও বিদ্যুৎ

যুক্ত ইশতেহারে বাংলাদেশকে যে একশত কোটি ডলার ঋণ দানের কথা বলা হয়েছে তা খুবই হাস্যকর। কারণ এ ঋণের অর্থ ব্যয় হবে রেলওয়ে, সড়ক যোগাযোগ এবং ওয়ার্কশপ উন্নয়নসহ যাত্রীবাহী বাস সরবরাহ ইত্যাদি খাতে। অর্থাৎ ভারতের প্রয়োজনেই এই অর্থ ব্যয় হবে এবং তা সুদে-আসলে বাংলাদেশকে পরিশোধ করতে হবে।

বাংলাদেশকে ২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রস্তাবটিও মুলো ঝুলানোর মত। ভারত থেকে বিদ্যুৎ আনার নামে আমাদের জাতীয় গ্রীডে ভারতীয়দের প্রবেশ করার সুযোগ দেয়া আদৌ সমীচীন নয়। বাংলাদেশের নিজস্ব যে সব বিদ্যুৎ প্লান্ট চালু আছে সেগুলোর কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি এবং বন্ধ প্লান্টগুলো চালু ও নিজস্ব উদ্যোগে নতুন নতুন প্লান্ট চালু করা হলে বাংলাদেশেই এর চাইতে অনেক বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বাধীন জোটের নির্বাচনী অঙ্গীকারও অনুরূপ। নির্বাচনী ওয়াদা ও মেনিফেষ্টো বাস্তবায়নের পরিবর্তে বাংলাদেশকে বিদ্যুতের ক্ষেত্রে প্রতিবেশী দেশের ওপর নির্ভরশীল করার এ প্রস্তাব কি গ্রহণযোগ্য হতে পারে?

টিপাইমুখ বাঁধের ব্যাপারে নিরব কেন ?

ভারত কর্তৃক অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশকে পঙ্গু করার জন্য নির্মিত ফারাক্কা বাঁধের প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশ বর্তমানে ভয়াবহ ঝুঁকির মধ্যে আছে। ইতোমধ্যেই দেশের ১৬টি জেলায় তার বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় পদ্মাসহ ৩২টি নদী প্রায় মরে গিয়েছে। লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে। ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নীচে নেমে গিয়েছে এবং বাংলাদেশের এক বিশাল অঞ্চলে পরিবেশ বিপর্যস্ত হয়েছে। তথাকথিত ৩০ বছর মেয়াদী গংগার পানি চুক্তি অনুযায়ীও বাংলাদেশ পানি পাচ্ছে না। ইতোমধ্যেই ফারাক্কার ছোবলে বাংলাদেশের একশত হাজার কোটি টাকা ক্ষতি হয়েছে। এ সবের কোন প্রতিকার প্রধানমন্ত্রী করেননি বা এনিয়ে ভারতের সাথে আলোচনাও করেননি। ভারতের যে পক্ষপাতিত্বমূলক নীতির কারণে আমাদের নদীগুলি শুকিয়ে যাচ্ছে তা বন্ধ করা না হলে শুধু শুকিয়ে যাওয়া ইছামতি বা অন্য নদীগুলো ড্রেজিং করে কোন লাভ হবে না। ওদিকে তিস্তার পানি থেকে বাংলাদেশ বঞ্চিত হলেও প্রধানমন্ত্রী যৌথ ঘোষণায় স্বীকৃতি দিয়ে এসেছেন যে তিস্তার পানি প্রবাহের স্বল্পতার জন্য ভারতও ভূক্তভোগী। যৌথ নদী কমিশন তিস্তার

www.pathagar.com

পানি বন্টন এবং ফেনী, মনু, মুহুরী, খোয়াই, গোমতি, ধরলা এবং দুধকুমার নদীর বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে। অথচ ছয় বছর যাবত টালবাহানা করে যৌথ নদী কমিশনের কোন বৈঠকই হয়নি। সুতরাং এ ধরনের বক্তব্য অর্থহীন ও অন্তঃসারশূন্য এবং এতে কোন সুফল আশা করার যুক্তি নেই।

সীমান্ত সমস্যা

সীমান্তে প্রতিনিয়ত ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের গুলিতে অসহায় বাংলাদেশীদের নির্মম হত্যাকান্ডের শিকার হওয়ার খুবই কষ্টদায়ক বিষয়টি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী কিভাবে উপেক্ষা করতে পারলেন? সীমান্তে বর্বরোচিতভাবে বাংলাদেশীদের হত্যা বন্ধের কোন অঙ্গীকার প্রধানমন্ত্রী আদায় করতে পারেননি। যৌথ ইশতেহারের ১৮ নং অনুচ্ছেদে উভয় দেশের সীমান্তরক্ষীদের সংযত থাকতে এবং নিয়মিত বৈঠকের মাধ্যমে সীমান্ত পাচার বন্ধ ও প্রাণহানি প্রতিরোধের উপদেশ দেয়া হয়েছে। ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশীদের গুলি করে হত্যা করে। বাংলাদেশীরা কখনো ভারতীয়দের গুলি করে হত্যা করে না। অথচ তারা বাংলাদেশকে উপদেশ দেয়। বাংলাদেশ কি দেখেশুনে এতে সম্মতি দিয়েছে, নাকি না দেখেই সম্মতি দিয়েছে? একই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে স্বরাষ্ট্র সচিব পর্যায়ে যে চুক্তি হয়েছে তা নিবিড়ভাবে বাস্তবায়িত হবে। অথচ এ চুক্তিতে কী আছে তার কিছুই জাতি এখনও জানতে পারেনি।

ভারতেরই লাভ হলো

বাংলাদেশের নতুন জেগে ওঠা দ্বীপ দক্ষিণ তালপট্টি ভারত জোর করে দখল করে নিয়েছে যা আমাদেরই সম্পত্তি। অথচ সেখানে উড়ছে ভারতীয় পতাকা। এ সম্পর্কে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার ভারতীয় প্রতিপক্ষের সাথে আলোচনায় কোন কথা বলেননি। এটা খুবই দুঃখজনক।

ইশতেহারে বাংলাদেশ ঢাকায় সড়ক অবকাঠামো ও ফ্লাইওভার নির্মাণের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করায় ভারত তা বিবেচনা করতে সম্মত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই সাহায্য কতটা পাওয়া যাবে তা ভবিষ্যতেই বুঝা যাবে। কারণ ভারতীয় আশ্বাস ও বিবেচনার ইতিহাস খুব সুখপ্রদ নয়।

জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্যপদে ভারতের প্রার্থিতার প্রতি বাংলাদেশের আগাম সমর্থন ঘোষণা একটি ভুল কাজ হয়েছে বলে আমরা

www.pathagar.com

মনে করি। কারণ এশিয়া থেকে এ পদে অন্য প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছে জাপান। উল্লেখ্য যে, জাপান দাতা হিসেবে বাংলাদেশে প্রথম স্থানে রয়েছে। এ ছাড়া ভারতের স্থায়ী সদস্য পদ লাভের ব্যাপারে অনেক মুসলিম দেশের প্রচন্ড আপত্তি ও বিরোধীতা রয়েছে। এমতাবস্থায় চাহিবামাত্র বাংলাদেশের এতদ্রুত সমর্থন দান পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি করবে এ কথা দ্বিধাহীনভাবে বলা চলে। নতজানু পররাষ্ট্রনীতির প্রতিফলনই এখানে লক্ষ্য করা যায়।

কথার ফুলঝুরি

সামগ্রিকভাবে প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে সম্পাদিত তিনটি চুক্তি, দুটো সমঝোতা স্মারক এবং যৌথ ইশতেহার পুরোপুরি ভারতের কূটনৈতিক সাফল্যেরই প্রমাণ বহন করে। প্রধানমন্ত্রী তার সফরকে শতভাগ সফল ও বিজয়ী বলে যে দাবী করেছেন তা আত্মপ্রতারণার শামিল। এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কূটনৈতিক ব্যর্থতা অথবা যে কোন কারণেই হোক দিল্লীকে খুশী করার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। অথবা ভারতের প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং এবং তার ঝানু রাজনৈতিক সহকর্মীদের দক্ষ কূটনৈতিক চালের নিকট আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তাকে সাহায্যকারী মন্ত্রী ও উপদেষ্টাদের দলটি ধরাশায়ী হয়ে গিয়েছেন। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত গোপন একটি চুক্তি সম্পাদিত হবার খবরে গোটা দেশবাসীর মধ্যে গভীর উদ্বেগ ও তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করেছে। অতীতেও আওয়ামী লীগ এই কান্ডটি করেছিল। ১৯৯৬ সালে সরকার গঠনের পর আওয়ামী লীগ গঙ্গার পানি বন্টন চুক্তি ও পার্বত্য শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করে। এ দুটি চুক্তি নিয়েও অসন্তোষ রয়েছে এবং দেশের জনগণের বিপুল অংশ মনে করে চুক্তি দুটি জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী এবং সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক। এবার তারা ক্ষমতায় এসে এক বছরের মাথায় দিল্লীতে গিয়ে যে অসম চুক্তিতে সই দিয়ে এবং ইশতেহারের মাধ্যমে যে সব সিদ্ধান্তের স্বীকৃতি দিয়ে আসলেন তা দেশের স্বার্থ বিরোধী এবং বাংলাদেশের ভবিষ্যতের জন্য সুদূরপ্রসারী ক্ষতির কারণ হবে।

ভারত সুযোগ হারালো

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর এই সফর ভারতের জন্যও একটি বিরাট সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছিল। বিভিন্ন কারণে বৃহৎ প্রতিবেশী দেশ ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে যে আস্থার সংকট সৃষ্টি হয়ে আছে তা দূর করতে ভারত

www.pathagar.com

নিজের স্বার্থের জন্য বাংলাদেশ থেকে সব না নিয়ে বাংলাদেশকেও কিছু দিতে পারতো। অন্তত:পক্ষে বাংলাদেশের জনগণ এটাই আশা করেছিল। কিন্তু ভারতীয় নেতৃবৃন্দ সেই আন্তরিকতা ও ঔদার্য দেখাতে দারুনভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। অতীতের মতই তারা কিছু আশ্বাসের বানী শুনিয়েছেন। অথচ বাংলাদেশের সাথে অমীমাংসিত বিষয়সমূহ বিশেষ করে যেসব সমস্যা বাংলাদেশের জনগণের জন্য জীবন-মরণ সমস্যা হিসেবে বিবেচিত তা সমাধানের জন্য ভারত যদি শুভেচ্ছা ও বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিতো তাহলে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর এই সফর ইতিহাসে মাইলফলক হিসাবে চিহ্নিত হতে পারতো। যে চুক্তি, স্মারক বা ইশতেহারে বাংলাদেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেনি বরং যে যুক্ত ঘোষণার মাধ্যমে দেশের স্বার্থ বিসর্জন দেয়া হয়েছে তা জনগণ মেনে নিতে পারে না। তাই এ ঘোষণা কার্যকর করার যোগ্য নয়।

আন্দোলনের বিকল্প নেই

আওয়ামী লীগ সরকার ইতোমধ্যে ধর্মহীন শিক্ষানীতি জাতির ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। সরকার সংবিধানের ৫ম সংশোধনী বাতিল করে পুনরায় ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠিত করতে এবং রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি থেকে সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা বাদ দেবার ঘোষণা দিয়ে সুস্পষ্টভাবে ইসলাম ও জনগণের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। অতএব, সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামা ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। সুতরাং সকল রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, ওলামা-মাশায়েখ, পেশাজীবী, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র-শ্রমিকসহ সর্বস্তরের জনগণকে এ সরকারের দেশ ও জাতীয় স্বার্থ বিরোধী কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে দুর্বার গণ-আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আমি আহবান জানাচ্ছি।

❋ ❋ ❋

(বিঃ দ্রঃ বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সম্মানিত আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ১৯ জানুয়ারী ২০১০ তারিখ বেলা ১১ঃ৩০ টায় কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক জনাকীর্ণ সাংবাদিক সম্মেলনে উপরোক্ত বক্তব্য প্রদান করেন।)

www.pathagar.com

প্রকাশনায়
প্রকাশনা বিভাগ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
৫০৪/১, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৮৩৫৮৯৮৭, ৯৩৩১৫৮১
নেট মূল্য ঃ ২.০০ (দুই) টাকা।